

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ..... ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ..... ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং.....-আইন/২০২৬।- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২০ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

- ১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।** (১) এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।  
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
- ২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—  
(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);  
(২) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কোন ইউনিয়ন পরিষদ;  
(৩) "জনসংযোগ" অর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া;  
(৪) "দেওয়াল" অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খায়া, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;  
(৫) "নির্বাচন" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;  
(৬) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত এলাকা;  
(৭) "নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;  
(৮) "পোস্টার" অর্থ কাগজ, কাপড়, চট, রেজিন বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপচনশীল দ্রব্যের মাধ্যমে প্রযুক্তকৃত কোন প্রচারপত্র;  
(৯) 'ফেস্টুন' অর্থ কাপড় বা চটের তৈরী ফেস্টুন।  
(১০) 'ব্যানার' অর্থ প্রচার বা এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে কাপড় বা চট দ্বারা কিংবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রযুক্তকৃত প্রচারপত্র;  
(১১) 'ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো' অর্থ প্রচার বা এরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ব্যানার বা ফেস্টুন টাঙ্গানো বা ঝুলানো;  
(১২) ভোটার স্লিপ অর্থ প্রার্থীর নাম, ছবি, পদের নাম ও প্রতীক উল্লেখপূর্বক তথ্যপত্র যাহাতে ভোটার তালিকা অনুযায়ী-ভোটার এর ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ ও ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত;  
(১৩) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;  
(১৪) "প্রার্থী" অর্থ কোন চেয়ারম্যান, সাধারণ আসনের সদস্য বা সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি;  
(১৫) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকায়ুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন বাহন;  
(১৬) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xix) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party ;  
(১৭) "অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং  
(১৮) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(২) এ সংজ্ঞায়িত সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ;
- ৩। **নির্বাচনি প্রচারণায় সম অধিকার।**- আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।
- ৪। **কোন প্রতিষ্ঠানে চীনা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**- কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন

৫। প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবেন না;  
প্রচারণার সময়।- প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

৬। **ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা।**— বিদ্যমান আইন, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এবং এই বিধিমালার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে সেইক্ষেত্রে-  
(ক) প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল না করে প্রচার করিতে পারিবেন না;  
(খ) প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসং উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করিতে পারিবেন না;  
(গ) ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কাহারো চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর কন্টেন্ট (content) তৈরি ও প্রচার করিতে পারিবেন না;  
(ঘ) জাতী, ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, লিঙ্গ সম্প্রদায় ভেদে কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক আক্রমণ বা উদ্ভাসনমূলক ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না;  
(ঙ) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা হয় এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ড করিতে পারিবেন না;  
(চ) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা এডিট (Edit) করিয়া কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা [Artificial Intelligence (AI)] দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোনো কন্টেন্ট (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।

৭। **সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলা ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**— কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে-

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলা বা রেন্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং  
(খ) পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলা, রেন্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ব্যবহার করিতে পারিবেন না।  
(গ) অন্য কোনো বিধিমালা বা নীতিমালা যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক বাংলা, রেন্টহাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাইবেন।  
৮। সভা সমিতি অনুষ্ঠানে বাধা নিষেধ। (১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি  
(ক) জনসংযোগ, পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না;  
(খ) প্রতিপক্ষের পথসভা ও ঘরোয়া সভা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পদ বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবে না;  
(গ) পথসভা/ঘরোয়া সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে অনুমতির আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের সময়ের ক্রমানুসারে অনুমতি প্রদান করা হইবে। লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে উক্তরূপ প্রচার কাজ করা যাইবে না।  
(ঘ) পথসভা/ ঘরোয়া সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে উহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;  
(ঙ) জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করিতে পারিবেন না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা, ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।  
(২) কোন পথসভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পথসভার আয়োজকগণ পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৯। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ফেস্টুন, ব্যানার ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**— কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য

কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায়-

(ক) কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) অপচনশীল দ্রব্য (যেমন- রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহ, এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্কিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনো, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোনো যানবাহনে কোনো প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটানো বা আটালো পদার্থ দিয়ে লাগাইতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড টাঙানো যাইবে না, এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন, বিকৃতি বা বিনষ্ট করা

যাইবে না;

(ঙ) ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে এবং খাড়াভাবে (Vertical)/ আড়াআড়িভাবে (Horizontal) ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট x ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A4 সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি x ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি x ২৪ ইঞ্চি হইবে, এবং ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৬(ছয়) ফুটের অধিক হইবে না;

(ছ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;

(জ) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ, এবং প্রাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

১০। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** - কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার স্লিপ ৫ (পাঁচ) ইঞ্চি x ৩ (তিন) ইঞ্চির অধিক আয়তনের হইতে পারিবে না;

(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

১১। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** - নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহার করা যাইবে না।

১২। **মিছিল বা শোভাউনে বাধা নিষেধ।** -

(১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না।

১৩। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।** -

(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল বা সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) চেয়ারম্যান পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনি এলাকায় ৩ (তিন)টির অধিক, সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ডিসিআর, ডিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

১৪। **যানবাহন ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** - কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোভাউন করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না।

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(ঘ) “নির্বাচন উৎসবমুখর করার প্রয়াসে যানবাহনের চতুর্পাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি অথবা সাধারণ পচনশীল সামগ্রী ব্যবহার করে ক্যারাত্যান বা ভ্রাম্যমান বাহনে দুপুর ১২ (বারো) ঘটিকা হইতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রচারণা করা যাইবে। তবে এহেন প্রচারণাকালে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন বা জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করা যাইবে না।”

১৫। **নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** -

(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন ব্যবহার করা যাইবে না।

১৬। **দেওয়াল লিখনে বাধা-নিষেধ।** - কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করিয়া নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

১৭। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যাভেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণে বাধা-নিষেধ।** - কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) বর্গফুটের অধিক স্থান লইয়া কোন প্যাভেল বা ক্যাম্প তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

- ১৮। **প্রচারণামূলক বস্তু, খাদ্য পরিবেশন, উপটোকন প্রদানে বাধা-নিষেধ।**— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—  
 (ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তাহার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বস্তু বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্নসম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফুতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;  
 (খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন না; এবং  
 (গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপটোকন, বক্শিশ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবেন না।
- ১৯। **উদ্ধানিমূলক বস্তু বা বিবৃতি প্রদান, উল্লেখ্য আচরণ এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচার।**— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—  
 (ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, অশালীন এবং আক্রমণাত্মক বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বস্তু বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উদ্ধানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বস্তু প্রদান করিতে পারিবেন না;  
 (খ) মসজিদ, মন্দির, ক্যায়াং (প্যাগোডা), গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় এবং কোনো সরকারি অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;  
 (গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উল্লেখ্য আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি বিনষ্ট করিতে পারিবেন না;  
 (ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না;
- ২০। **বিস্ফোরক দ্রব্য বহনে বাধা-নিষেধ।**— কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করিতে পারিবেন না।
- ২১। **মাইক্রোফোন ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**— (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।  
 (২) কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ১২ (বারো) ঘটিকার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পর প্রচার করিতে পারিবে না।  
 (৩) নির্বাচনি প্রচার কার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেল এর অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।
- ২২। **অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনি প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ—**  
 (ক) অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সরকারি/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণায় বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাহাদের সরকারি কর্মসূচির সহিত কোনো নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না এবং কমিশনের বিবেচনায় নির্বাচনে প্রভাব ফেলিতে পারে এমন সময়ে ও স্থানে অবস্থান করিতে পারিবেন না।  
 (খ) তাহাদের নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;  
 (গ) কোনো প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোনো স্থানে নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা কোনরূপ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না;  
 (ঘ) কোনো প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কোনো কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;  
 (ঙ) প্রার্থী ব্যতীত কোন স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেয়র বা প্রশাসক অথবা কোনো স্থানীয় সরকার পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।
- ২৩। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**— কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদুসংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।
- ২৪। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ।**— কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইতে পারিবেন না;

- ২৫। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-**  
 (১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।  
 (২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।  
 (৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।
- ২৬। **বিলবোর্ড ব্যবহারের শর্তাদি। —** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে—  
 (ক) বিলবোর্ডের প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে;  
 (খ) কোন প্রার্থী ওয়ার্ড প্রতি ০১ (এক)-টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবেন না;  
 (গ) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না, এবং পরিবেশের ক্ষতি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।
- ২৭। **নির্বাচনি ব্যয়সীমা।-** (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না।  
 (২) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা বাবদ ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- ২৮। **মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।-** (১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের, কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।  
 (২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।
- ২৯। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।-** (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, এবং কেবল ভোটারদের প্রবেশাধিকার থাকিবে।  
 (২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যতীত ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা ঘুরাঘুরি করিতে পারিবেন না।  
 (৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।  
 (৪) পোলিং এজেন্ট বা কোনো ভোটার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য, প্রতীক সংবলিত কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ক্যাপ, ব্যাজ বা এইরূপ কোনো কিছু পরিধান করিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।
- ৩০। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।-** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।
- ৩১। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
- ৩২। **কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল।-** (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত, সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ভদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।  
 (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি, চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন।  
 (৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে।  
 (৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- ৩৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-**  
 (১) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।  
 (২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন-  
 (ক) কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

